প্রাণহানির পর কড়া নিরাপত্তায় ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ বুধবার কড়া পুলিশি প্রহরায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের খোদামবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর ৩৩ নং বুথে হচ্ছে ভোটগ্রহণ। অথচ মাত্র ২ দিন আগে এক অস্ত্রধারী পুলিশ ও দুই জন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে দিয়ে কেন ভোট গ্রহণ করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই প্রশ্ন এলাকা জুড়ে। এলাকার মানুষের দাবি, সেদিনকেও এইভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অকালে প্রাণ হারাতে হত না দুইজনকে। তাই কমিশন ফের কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করলেও বুথের সামনে ভোটারদের লাইন সেইভাবে চোখে পড়লো না। সোমবার ভোটের দিন গোপালপুর পশ্চিমপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৩ নং বুথে বন্ধুদের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়েছিলেন অপু। এই বুথে মূলত লড়াই ছিল নির্দল প্রার্থী মানসকুমার ঘোষের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী রণজিৎ মাইতির। স্থানীয়দের দাবি, ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে অপু দেখেন, দুষ্কৃতীরা বাইকে করে এসে ভোটকেন্দ্রে ঢুকে ব্যালট বাক্স লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি গুলি ও বোমাবাজি করছে তারা। অপু এবং তাঁর সঙ্গীরা বাধা দিতে গেলে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অপু মান্না ও যজ্ঞেশ্বর ঘোষ নামে আরও এক ভোটারের। গুলিতে মৃত সিপিএম সমর্থক বিশ্বজিৎ মান্না (৩০) ওরফে অপুর বাড়িতে এখন চূড়ান্ত শোকের ছায়া। এখনও পর্যন্ত তরতাজা যুবকটির চলে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁর পরিবারের লোকেরা। অপুর ঝু পড়ি বাড়িতে তাঁর মা সহ পরিবারের লোকেরা এদিন আর কেউই ভোট দিতে যাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, কি হবে ভোট দিয়ে। ছেলে কখনওই সক্রিয় রাজনীতি করত না বলে জানিয়েছেন তিনি। সেদিন ভোট দিতে গিয়ে যেভাবে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলি ও বোমার ঘায়ে প্রাণ হারাল ছেলেটি তারপর আর ভোট দেওয়ার ইচ্ছে পরিবারের কারও নেই। এই কথা শোনালেন নিহত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ (৬৫)-এর ভাগ্নে সাগর ঘোষ। তিনিও জানিয়েছেন, এদিন তাঁরা বুথমুখো যাচ্ছেন না। তিনি জানিয়েছেন, দিন কয়েক আগেই তাঁর মা মারা গিয়েছেন। তাঁর শ্রাদ্ধের কাজ এখনও শেষ হয়নি। তার মধ্যেই আবার মামার মৃত্যু হল ভোট দিতে গিয়ে। এভাবে সাধারণ ভোটারকে যদি গুলি খেয়ে বা বোমার ঘায়ে প্রাণ দিতে হয় তাহলে ভোট দিয়ে লাভ কি? প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এদিন গ্রামে গিয়ে দেখা যায় পরিস্থিতি একেবারে থমতমে। গ্রামের রাস্তায় চলছে পুলিশের টহলদারী। প্রসঙ্গত গোপালপুরের বাসিন্দা অপু মান্না পেশায় নির্মাণকর্মী। ভিন রাজ্যে থেকে কাজ করতেন। মেয়ের জন্মদিন পালন আর ভোট দিতে ছুটি নিয়ে তাই বাড়ি ফিরেছিলেন।

ভোটের দিন বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করে নজির গড়লো হলদিয়ার তরুণ প্রজন্মেরা

পূজা প্রামাণিক, পূর্ব মেদিনীপুর

সোমবার পঞ্চায়েত ভোটে যেখানে রাজ্যে রক্তের খেলা চলছে সেখানে বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করে নজির গড়লো হলদিয়ার তরুণ প্রজন্মেরা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাংলার বুকে বলে গেছেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' সে বাংলা আজ যেন সভ্যতার টানে কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। সভ্যতা যেমন মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে, তেমনি আবার কেড়ে নিয়েছে অনেককিছুই। যার মধ্যে অন্যতম বৃক্ষসম্পদ। এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বড়বড় গাছ কেটে নগর গড়ে তোলা হচ্ছে। এই গাছ কাটার অবশ্য প্রতিবাদ করছেনা প্রশাসন। প্রশাসন প্রতিবাদ না করলেও বৃক্ষচ্ছেদনের প্রতিবাদ গড়ে তুলে নজির গড়লো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার তরুণ প্রজন্মেরা। গত কয়েকদিন আগে হলদিয়ার মধুসূদন, পলাশ, সন্দীপের মতো তরুণদের চোখে পড়ে ছিল হলদিয়ার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পাশে বড়বড় গাছগুলিকে কেটে ফেলার কাজ শুরু করেছে এলাকার একটি বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই খবর পেয়ে তারা ওই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গোষ্ঠী তৈরি করে তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে। সেই সঙ্গে তারা ইমেল মারফৎ সরকারি দপ্তরগুলিতে গাছগুলোকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়। তারা বাবরাত স্কুল কর্তৃ পক্ষের সঙ্গে কথা বলারও চেষ্টা চালায় কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য স্কুল ছুটি থাকায় তাদের সরাসরি কথা বলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এদিকে মেল মারফৎ অভিযোগ পেয়ে হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখে। অপরদিকে, হলদিয়ার এইসব তরুণেরা একটি হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে। যাতে এলাকার বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি প্রতিবাদমূলক মনোভাব তৈরি করে। অবশেষে গত সোমবার এইসকল গ্রুপসদস্য ও তরুণদের অন্তিম চেষ্টার ফল মেলে। হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ এদিন ওই সকল গাছগুলিকে রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয় এবং গাছের গোড়ার গর্ত মাটি দিয়ে বন্ধ করে এইসকল তরুণের উদ্যোগকে সফল করে। হলদিয়ার এইসকল তরুণদের বক্তব্য, আমার এখানেই থেমে থাকবো না। আমরা নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে ওই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মন থেকে বুঝিয়ে গাছ লাগানোর জন্য উদ্যোগী করবো। যে দিন এই উদ্যোগ সফল হবে সেদিন হবে আমাদের জয়। ভোট উত্তাপের মাঝেও যেভাবে এইসকল তরুণেরা এতগুলি গাছের প্রাণ বাঁচাল তা হলদিয়াবাসীর কাছে এক বড় পাওনা। ভোটে হানাহানির মাঝেও মানুষকে বাঁচার রসদ যোগালো এই সকল তরুণেরা। তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় হলদিয়াবাসী।

ভোটের পরও অব্যাহত সন্ত্রাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ভোট মিটলেও রাজ্যে সন্ত্রাস থামছে না। বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস। ঝাড়গ্রামও তার ব্যতিক্রম নয়। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত ধানঘোঁড়িতে তৃণমূলের অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপি-র বিরুদ্ধে। ধানঘোঁড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরি সভাপতি বাবলু মাহাতো জানান, দুপুরে হঠাৎই বিজেপি-র জনা পঞ্চাশেক লোকজন তীর, লাঠি, বল্লম ও টাঙ্গি নিয়ে হাজির হয় তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে। পার্টি অফিস লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে থাকে তারা। পরে পার্টি অফিসের সমস্ত আসবাবপত্র, দরজা, জানালা ও টিভি ভেঙে দেয়। তৃণমূলের পতাকা, ফ্লেক্স খুলে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো। তিনি পুলিশে খবর দেন। পরে ঘটনাস্থলে আসে ঝাড়গ্রামের এসডিপিও দীপক সরকার-সহ পুলিশ বাহিনী। এলাকায় টহল দেয় তারা। ঘটনায় ৪ সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিকে, নয়াগ্রামের বড়খাঁখড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান দীপক সিংয়ের বাড়িতে চড়াও হয় তৃণমূলের অপর গোষ্ঠীর লোকজন। বাড়িতে ঢুকে দীপকের পরিবারের সদস্যদের মারধর করতে শুরু করে। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুললে দুপক্ষের সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় মোট সাতজন জখম হন। তাদের নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আবার গোপীবল্লভপুরে তৃণমূল কর্মীর উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। আক্রান্ত স্বপন মহাপাত্রের দাবি, তাঁর উপর হামলা চালায় বিজেপি কর্মীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, মঙ্গলবার বেলা নাগাদ বিজেপির কয়েকজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী হামলা চালায় স্বপনবাবুর উপর। থেঁতলে দেওয়া হয় তাঁর মাথা। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হামলার পরই বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। গোটা ঘটনার তদন্তে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ।

অশান্তিতে আত্মঘাতী অন্তঃসত্ত্বা মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী হল এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে রামনগর থানার নরদন্ডা গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম রীতা গিরি (১৭)। বাড়ি রামনগরের নরদন্ডা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সকালে তাকে ডাকাডাকির পর সে সাড়া না দেওয়ায় দরজা ভেঙে যখন দেখা যায় শাড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঘরের মধ্যে সিলিং ফ্যানে ঝুলছে গৃহবধূ। খবর পেয়ে রামনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতা ওই গৃহবধূ তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে জানিয়েছেন পুলিশ। তবে তার পরিবারের তরফে থানায় কোন লিখিত অভিযোগ হয়নি।

অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই গৃহবধূ।

বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা হল। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও তৃণমূল সরকার খুন, সন্ত্রাস চালিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন সমাপ্ত করলো। ২২ জন সাধারণ মানুষের রক্ত নির্বাচন যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ঘটনা ঘটেছে নিরাপত্তাহীন নির্বাচনের জন্যই। এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ি অপদার্থ রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতিবাজ তৃণমূল সরকার। এর প্রতিবাদে ও রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারি করার দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি শমিত কুমার দাস, জেলাসম্পাদক অরূপ দাস, মদন রুইদাস, মন্ডল সভাপতি তপন সামন্ত, অজয় সাউ-সহ শিবু পানিগ্রাহী, বিশ্বনাথ দোলাই, শংকর দাস, আশীর্বাদ ভৌমিক ও মেদিনীপুর শহরের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

সোমবারের পর মঙ্গলবারও বিরোধী ও শাসকদলের কর্মীদের বোমাবাজিতে উত্তপ্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না। বুধবারেও বাকচা এলাকায় উত্তেজনা ছিল। তাই এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নন্দকুমারের সার্কেল ইন্সপেক্টার তীর্থ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় রুট মার্চ করে।

ইঞ্জিন ভ্যানের সাথে বাসের সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-পানিপারুল রাজ্য সড়কের পাহাড়িপুকুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বালি বোঝাই ইঞ্জিন ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হল ভ্যান চালক। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, যাত্রীবাহী বাস ও এক যাত্রীবাহী ট্রেকার রেষারেষি করে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় দুই যানের মাঝে পড়ে যায় বালিবোঝাই ইঞ্জিন ভ্যান। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, এগরা-রামনগর রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস ও একটি ট্রেকার পানিপারুল থেকে এগরার দিকে বেপরোয়া গতিতে একসঙ্গে রেষারেষি করতে করতে যাচ্ছিল। বাসটি পাহাড়িপুকুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালি বোঝাই ইঞ্জিন ভ্যানকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার ফলে ইঞ্জিন ভ্যান চালক গুরুতর জখম হয়। পাশাপাশি বাস ও ইঞ্জিন ভ্যানটি রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতে উঠে যায়। বাসে ২০ জন বাসযাত্রী ছিল। তবে কেউ হতাহত হয়নি। বাসের চালক ও খালাসি পলাতক। স্থানীয়রা আহত ইঞ্জিন ভ্যান চালককে উদ্ধার করে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে ওই ভ্যান চালকের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বাসটিকে আটক করেছে এগরার নেগুয়া ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনার জেরে এগরা-রামনগর রাজ্য সড়কে বেশকিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, সবং ঃ সবং-এ সিপিএম কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সবং-এর ৬নং অঞ্চল চাউলকুঁড়ি গামসাই বুথে। অভিযোগ, রাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত পুলিশের সামনেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাইক বাহিনী নিয়ে সিপিএম কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর করে। প্রায় ২০টি সিপিএম কর্মীর বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর লুটপাট করে বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর থেকে সিপিএম কর্মীরা ঘরছাড়া। বাড়ির লোকজন-সহ মহিলারা এই ঘটনার জেরে খুব আতঙ্কিত।

খরিশ সাপ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ চন্দ্রকোনা টাউনে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বিশালাকার খরিশ সাপ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। গ্রামবাসীরা খবর দেয়, ঘাটাল বিট অফিসে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দুই সদস্যের একটি দল তারা উদ্ধার করে নিয়ে যায় সাপটিকে। রিকোভারী টিমের সদস্য মলয় কুমার ঘোষ বলেন, সাপটি সুস্থ আছে। একটি মাছ ধরার জালে আটকে ছিল সাপটি। বনদফতর সূত্রে জানা যায়, সাপটিকে ঝাড়গ্রাম পার্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

শাসকদল তৃণমূলের সোমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিনে অবাধে ছাপ্পা ও রিগিং-এর প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে বামেদের প্রতিবাদ মিছিল। নিজস্ব চিত্র